



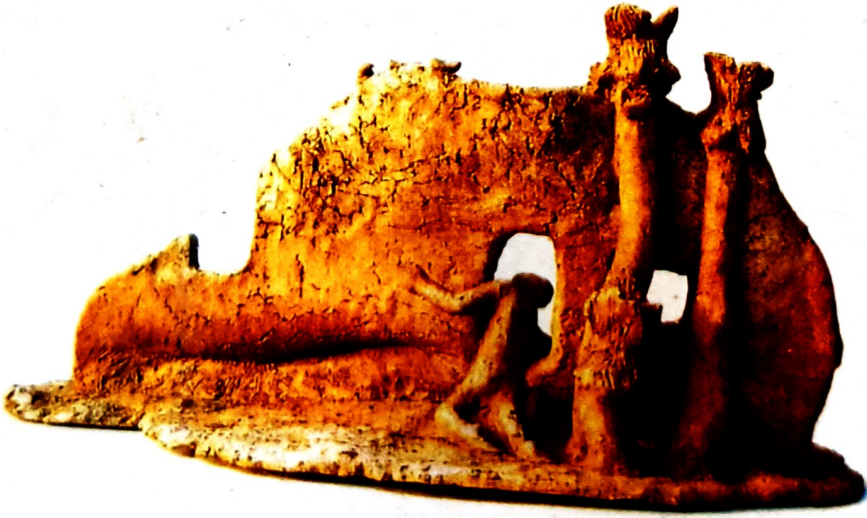
ISSN 2395 - 3276

একলাব্য

একটি বাংলা ভাষার বিচারিত গবেষণাধর্মী পত্রিকা

১২ পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৮ ডিসেম্বর, ২০২২
১৩ তম বর্ষ, ২৩ তম সংখ্যা

শিল্পকলা ও ভাস্কর্য



সম্পাদক
সম্রাট দাস

EKALAVYA - A BENGALI REFEREED JOURNAL. ISSN 2395-3276

EKALAVYA– A BENGALI REFEREED JOURNAL

ISSN 2395-3276

Editor: SAMRAT DAS

Volume– 13 , Issue-23

২৮ ডিসেম্বর, ২০২২

১৩ তম বর্ষ, ২৩ সংখ্যা

© একলব্য প্রকাশনী

প্রকাশকঃ একলব্য প্রকাশনী'র পক্ষ থেকে শ্রীমতি সন্ধ্যা দাস,

নাজিরগঞ্জ, দিনহাটা, কোচবিহার

মোবাইল- ৭৬০২৭২১৮১০

ওয়েবসাইটঃ www.ekalavyapublications.co.in

মুদ্রকঃ আলি অফসেট, দিনহাটা, কোচবিহার-৩৪

পাণ্ডুলিপি সংশোধনঃ অমিত সিন্হা

বর্ণসংস্থাপনাঃ আছির আলী সেখ

অলংকরণঃ ফজলে রহমান

প্রচ্ছদ ছবিঃ মৃগাল কান্তি গায়েন

Price: 125 Rs.



EKALAVYA– A BENGALI REFEREED JOURNAL ISSN 2395-3276

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৭

বাংলার মূর্তিচেতনার একাল সেকাল ৯-২৭

সৌরভ জানা

বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে সমন্বয় বিন্যাস ২৮-৩৬

মৃগালকান্তি গায়েন

উনিশ শতকীয় জনজাগরণে নৃত্যের শাপমোচন : রবীন্দ্রনাথ

ও অন্যান্য নৃত্য ভাবুক ৩৭-৫৫

নুনম মুখোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ বেণী পুতুল ৫৬-৬০

শিহরেন্দু ভূঞা

নতুনগ্রামের কাঠের শিল্প : ঐতিহ্য ও বিবর্তন ৬১-৭১

ড. ছন্দ বিকাশ মিত্র

শিল্প আলোচনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' ৭২-৯১

নারায়ন সাহু

মানিদার রেখাচিত্র ও তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী ৯২-৯৫

সুতনু চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চা ৯৬-১০০

পিয়ালি গাঙ্গুলি

লেটো ও বালক সঙ্গীত ১০১-১০৫

ড. মনিকা রায় কুন্ডু

শিল্পের রঙ্গমঞ্চে রামকিঙ্কর ১০৬-১১০

আত্রেয়ী ভট্টাচার্য

উনিশ শতকীয় জনজাগরণে নৃত্যের শাপমোচন : রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নৃত্য ভাবুক

নুনম মুখোপাধ্যায়

(গবেষক, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়)

সূচক শব্দ : নৃত্য আন্দোলন, বাবুসমাজ, বাঈজী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শাস্ত্রীয় নৃত্য, লোকনৃত্য, ব্যালে, উদয়শংকর

সারসংক্ষেপ : প্রাচীন ভারতবর্ষে নৃত্য চর্চার রমরমা থাকলেও যুগ যুগ ধরে বিচিত্র জাতি ও শাসকের খামখেয়ালীপণায় বিধবস্ত, রক্তাক্ত, ও বঞ্চিত জাতির কাছে আত্মরক্ষাই হয়ে উঠেছিল পরিশ্রমসাধ্য। লোলুপতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে মেয়েরা হয়েছিল পর্দানসীন। এইসময় নৃত্যচর্চার আঙিনায় শেষ পেরেকটি পুঁতলেন সুলতান ঔরঙ্গজেব। মেয়েদের জীবন হয়ে উঠলো আরও ভয়াবহ।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে উনিশ শতকের সোনালী ভোরে গৌরীদান প্রথা রদ, সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি আন্দোলনের স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে মানুষ জাগল। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নবজাগরণের করাঘাতকে নতমস্তকে মেনে নিল সে। পঠন পাঠন স্বীকৃত হওয়ায় বাংলার বুকে প্রথম মেয়েরা খোলা আকাশ পেল। একদিকে যেমন দিকে দিকে শিক্ষার আলো বিস্তার লাভ করছিল তেমনই অন্য দিকে সদ্য কাঁচা টাকা পাওয়ায় স্বাদে তোষামদী ও চাটুকாரিতায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল বাবুসমাজ। বাংলা সাহিত্যে ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’, ‘আলালের ঘরের দুলাল’ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সময় নাচ বলতে বাংলার মানুষ বুঝতো ‘বাঈজী’, ‘ঝুমুর’ বা ‘খেমটা’ নাচকে। বারবণিতার ঘরে অসংযমী বিলাসিতার অস্থিরতায় নাচের স্বভাবজাত স্বভা হয়ে গেছিল লুপ্ত প্রায়।

বাংলার নিজস্ব কোনো শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারা তখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে নৃত্যের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করার মতন কোনো উদাহরণ বা